যায়যায়দিন

তারিখ 24 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

অর্থ সঙ্কটে খুলনা ইউনিভার্সিটি

খুলনা অফিস

ক্যাম্পাস

ছাত্র রাজনীতি, সন্ত্রাস ও সেশনজট মুক্ত দেশের একমাত্র পাবলিক ইউনিভার্সিটি খুলনা ইউনিভার্সিটি চরম অর্থ সঙ্কটে ভুগছে। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে ইউনিভার্সিটির একাডেমিক, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। সরকারিভাবে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ছাড়া সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় বলে সূত্র জানিয়েছে।

বিগত ২২ বছরে এ ইউনিভার্সিটির সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য সরকারি বরাদ্দের পরিমাণ মাত্র ৭৫ কোটি ৮০ লাখ টাকা। ১৯৮৭ সালে খুলনা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ও পরে কর্তৃপক্ষ সরকারিভাবে বরাদ্দকৃত এ অর্থের বিপরীতে বেশকিছু প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে খুলনা ইউনিভার্সিটিকে সরকারের রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনভাতা উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতের অর্থ দিয়ে পরিশোধ করা হচ্ছে। প্রতি বছর এখানে ছাত্রছাত্রীসহ অন্যান্য জনবল বৃদ্ধি পেলেও সরকারিভাবে অর্থ বরাদ্দ না থাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।

> ২২ বছরে এ ইউনিভার্সিটির সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য সরকারি বরাদ্দের পরিমাণ মাত্র ৭৫ কোটি ৮০ লাখ টাকা। ১৯৮৭ সালে খুলনা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ও পরে কর্তৃপক্ষ সরকারিভাবে বরাদ্দকৃত এ অর্থের বিপরীতে বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে

ইউনিভার্সিটির প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ ইউনিভার্সিটির জন্য ১০৪ কোটি টাকার চাহিদা সরকারকে জানানো হলেও বরাদ্দ দেয়া হয় মাত্র ২০ কোটি টাকা। গত জোট সরকারের আমলে এ ইউনিভার্সিটির উন্নয়ন খাতে কোনো অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়নি। সর্বশেষে এ ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য 'আমব্রেলা' প্রকল্পের আওতায় ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য সরকারকে জানানো হয়। পরে তা কাটছাট করে ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য একনেকে পাস হয়। অর্থ সঙ্কট সম্পর্কে খুলনা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুবুর রহমানের কাছে জানতে চাইলে তিনি সঙ্কটের কথা স্বীকার করে বলেন, খুব শিগগিরই সরকারের কাছ থেকে অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ অর্থ দিয়ে ইউনিভার্সিটির তৃতীয় একাডেমিক ভবন, খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ হলের চতুর্থ তলা, অপরাজিতা হলের তৃতীয় তলা, দ্বিতীয় প্রশাসনিক ভবনের দ্বিতীয় তলা নির্মাণসহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হবে।